হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. এনামউল্যা প্রদত্ত

বাণী

আজ ১৪ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক **"শহিদ বুদ্ধিজীবী"** দিবস। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে এক শোকাবহ দিন। ১৯৭১ সালের এ দিনে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের রক্তে রঞ্জিত হয় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। এ দিনে আমরা হারিয়েছি জাতির মেধাবী শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। আমি সে সকল শহিদ বুদ্ধিজীবীকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। একই সাথে '২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনসহ তাঁদের আত্মার মাগফেরাত এবং আহতদের আশু আরোগ্য কামনা করছি।

১৯৭১-এর রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী এবং এ দেশীয় দোসররা তাদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের পূর্ণগঠন ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ করতে সর্বোপরি আমাদেরকে মেধাশূণ্য জাতি হিসেবে বিশ্বপরিমন্ডলে তুলে ধরার সুদূরপ্রসারি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সেই ঘৃণিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিজয়ের মাত্র দু'দিন আগে তারা আমাদের মুক্ত চিন্তা ও চেতনার ধারক-বাহক বিশিষ্ট ও প্রতিথযশা বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, সাংবাদিক ও দার্শনিকদের নির্মমভাবে হত্যা করে। আমরা সেই হত্যাকারী নরপশুদের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার জানাই।

শহিদ বরেণ্য বুদ্ধিজীবীরা আমাদের প্রেরণার উৎস্য। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্থানের জনগণ যখন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক শ্রেণির শোষণ-বঞ্চনার জাতাকলে পিষ্ট সেই দুঃসময়ে যেমনিভাবে শহিদ বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দিয়ে কান্ডারী হিসেবে জাতির হাল ধরেছিলেন তেমনি '২৪ এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামো মেরামত ও পূর্ণগঠনে আমাদের বুদ্ধিজীবীদেরকেও সেই পবিত্র দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। আজকের এ দিনে বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আমার আহবান আসুন- ফ্যাসিবাদমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ বির্নিমানে একযোগে কাজ করি।

পরিশেষে, আমি হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে '৭১ এর শহিদ বুদ্ধিজীবীদের দেশপ্রেমের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহবান জানাই।

আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

(প্রফেসর ড. মো. এনামউল্যা)
ভাইস-চ্যান্সেলর

১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রশাসনিক ভবন